তারিখ ... পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ৮ ...

SEP ৩০ 2002

আঞ্চলিক বাজার গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়ে শেষ হল প্রথম সার্ক বই মেলা

যুগান্তর রিপোর্ট

সফল আয়োজনের মধ্য দিয়ে গতকাল ঢাকায় চারদিনব্যাপী প্রথম সার্ক বইমেলা শেষ হয়েছে। এ উপলক্ষে গতকাল বেলা ১১টায় স্থানীয় গ্র্যান্ড আজাদ হোটেলে বাংলাদেশ পাবলিশার্স কাউন্সিল আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তারা বলেছেন, এই মেলার মধ্য দিয়ে সাতটি দেশের বইয়ের আঞ্চলিক বাজার গড়ে ওঠা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে সার্কভুক্ত দেশগুলোর বইয়ের অবাধ বাণিজ্য তৈরির যাত্রা শুরু হয়ে গেল।

সাংবাদিক সম্মেলনে সার্ক বুক ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের ঢাকা ঘোষণা-২০০২ পাঠ করেন বাংলাদেশ পাবলিশার্স কাউন্সিলের সভাপতি মফিদুল হক। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের খ্যাতনামা প্রকাশক মহিউদ্দিন আহমদ, পাকিস্তান পুস্তক প্রকাশক সমিতির পৃষ্ঠপোষক ইকবাল চিমা, শ্রীলংকান প্রতিনিধি সারাথ চন্দ্র ভানিয়াচি, ভারতীয় প্রতিনিধি দেবজ্যোতি দত্ত, আফ্রো-এশিয়ান

... কলাম ৮

সার্ক : বইমেলা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বুক কাউন্সিলের সভাপতি আবুল হাসান প্রমুখ।

সাংবাদিক সম্মেলনে ঢাকা ঘোষণা-২০০২ পাঠের আগে ঢাকায় সমবেত সার্কভুক্ত দেশের প্রতিনিধিরা সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। এক প্রশ্নের জবাবে পাকিস্তানের প্রতিনিধি ইকবাল চিমা বলেন, বাংলাদেশে ইংরেজি টাইটেলের বই খুব কম। এখানে অনেক ভাল বই আছে, যা ইংরেজি ভাষায় অনুদিত হলে বাইরের দেশে চাহিদা বাড়বে। তিনি প্রথম সার্ক বইমেলা আয়োজনের প্রশংসা করলেও ভেন্যু নির্ধারণ সঠিক ছিল না বলে মত প্রকাশ করেন।

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে ভারতীয় প্রতিনিধি দেবজ্যোতি দত্ত বলেন, পশ্চিম বাংলায় বাংলাদেশের বই বাজারজাতকরণে এখানকার প্রশাসকদের আরও মনোযোগী হতে হবে। সে সঙ্গে তিনি বাংলাদেশের বইয়ের দাম বেশি বলে মন্তব্য করে বলেন, এখানকার উপন্যাস, গল্পের বইয়ের চাহিদা বাড়াতে হলে দাম আরও কমাতে হবে। আফ্রো-এশিয়ান বুক কাউন্সিলের সভাপতি আবুল হাসান বাংলাদেশে বইয়ের ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্যের জন্য ট্যাক্স মওকুফ করার ওপর জোর দেন।

এরপর ঢাকা ঘোষণায় বইয়ের আঞ্চলিক বাজার গড়ে তুলতে দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিটি দেশে বই ও বই বাণিজ্যের পরিসর বাড়ানো, বইয়ের সুষ্ঠু প্রসারে নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি এবং বাজারে যাদের অবস্থান সীমিত তাদের পরিসর বৃদ্ধির জন্য আগাম পরিকল্পনা পাঠ করে শোনানো হয়।